



সবাইকে শুভেচ্ছা



নূর মোহাম্মাদ নূরউল্লাহ্

প্রভাষক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।



FOR MORE VIDEO



Nur Study Point

[www.youtube.com/nur study point](http://www.youtube.com/nurstudy point)

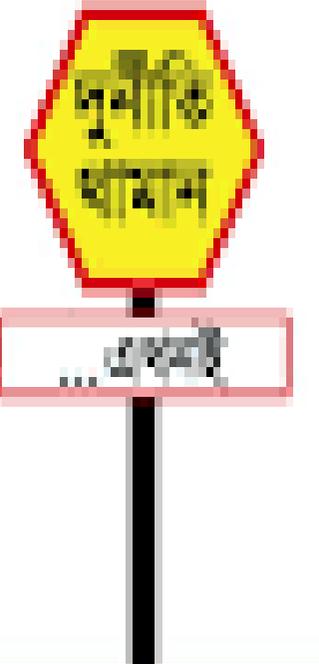


ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিरोधी सहायक एजेंडेंस



তথ্য অধিকার আইন জানুন
তথ্য পাওয়া আপনার অধিকার



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি
পৌরনীতি ও সুশাসন
প্রথম পত্র

ড. মো: রাজু আহমেদ

ওয়াভার ওয়ার্ল্ড

বিষয়ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রথম পত্র, অধ্যায়ঃ ৫

**নাগরিক অধিকার,
কর্তব্য এবং মানবাধিকার**

তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯

edupointo

শিখন ফল

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- তথ্য অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তথ্য পাওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।

তথ্য অধিকার কী

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। জনগনের অর্থে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানার অধিকারই হলো তথ্য অধিকার। তথ্য জানার ও জানানোর অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক বলেই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যিক। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নামক মৌলিক অধিকারের অংশ। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যিক। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল “ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ” পাস করে।



তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে তবে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে এর শাখা স্থাপন করা যাবে। প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য দুই জন তথ্য কমিশনার (এক জন মহিলা) সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হবে। যে কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এই কমিশনে দায়ের করতে পারবে। কমিশন যথাযথ তদন্ত ও অনুসন্ধান করে তথ্য প্রধানের বাধ্যকরন বা আইন অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করতে পারে।

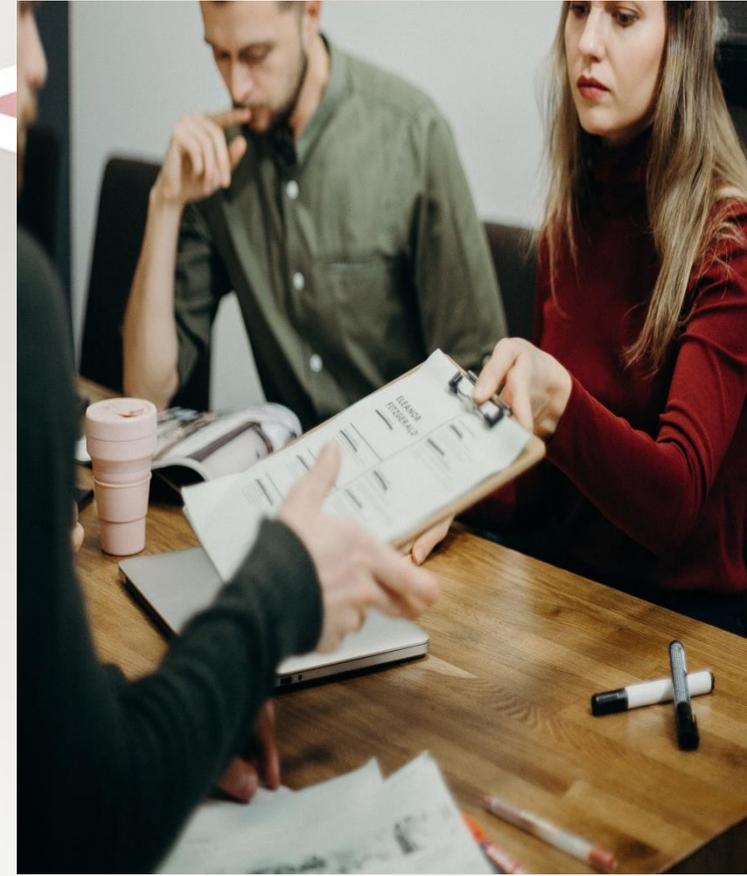
তথ্য প্রদান ইউনিট

সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তর অথবা অন্যান্য কতৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়কে তথ্য প্রধান ইউনিট বলা হয়।

এই আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিট একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

তথ্য প্রাপ্তির উপায়

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদন।
২. আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য থাকতে হবে -
 - i. আবেদনকারী নাম ও ঠিকানা
 - ii. চাহিত তথ্যের নির্ভুল বর্ণনা
 - iii. কোন পদ্ধতিতে তথ্য দরকার তার বর্ণনা
৩. তথ্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।



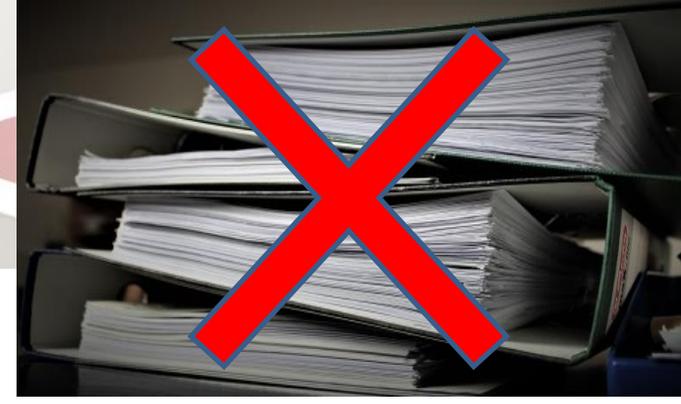
education

তথ্য প্রদান পদ্ধতি

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা -

- ১) আবেদনের তারিখ হতে ২০ কার্য দিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য সরবরাহ করবেন।
- ২) একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা থাকলে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।
- ৩) তথ্য প্রদানে অপারগ হলে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে তা আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।
- ৪) কোন ব্যক্তির জীবন মৃত্যু, গ্রেফতার বা মুক্তি সম্পর্কিত তথ্য হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।
- ৫) তথ্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করে ৫ কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধের জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

যে সব তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়



১. দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন তথ্য।
২. বিদেশি রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন তথ্য।
৩. বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত গোপন তথ্য।
৪. তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন তথ্য।
৫. কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন তথ্য।
যেমন- আয়কর, শুল্ক, বাজেট, করহার, মুদ্রা বিনিময় হার বা সুদের হারের পরিবর্তন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ইত্যাদির আগাম তথ্য।
৬. আইনের প্রয়োগ ও বিচার বাধাগ্রস্ত হবে এমন তথ্য।
৭. কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন তথ্য।
৮. পরীক্ষার প্রশ্ন বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত সংস্থা সমূহ

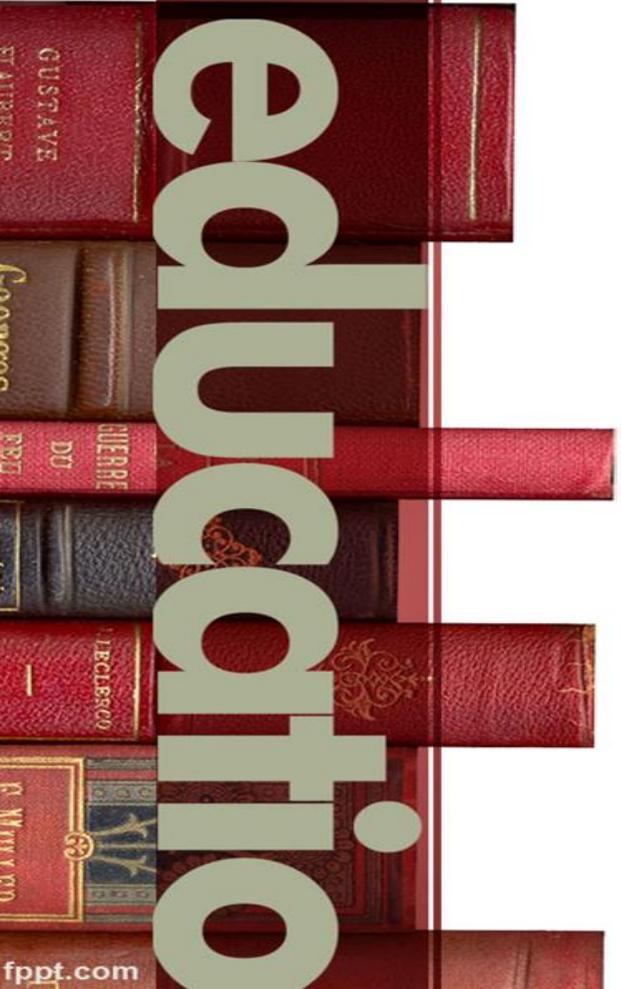
- ১) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)
- ২) ডাইরেক্টরেট জেনারেল, ফোর্সেস ইনটেলিজেন্ট (DGFI)
- ৩) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ
- ৪) ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID)
- ৫) স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (CSF)
- ৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
- ৭) র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB) এর গোয়েন্দা সেল।
- ৮) স্পেশাল ব্রাঞ্চ (SB)

আইনের প্রভাব

তথ্য অধিকার আইনের ফলে জনগণ তাদের অধিকার সচেতন হচ্ছে। ২০১০ সালে এই আইনের আওতায় ২৫,৪১০ টি আবেদনপত্রের মাধ্যমে জনগণ তথ্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। এর ফলে প্রত্যেক সরকারি বেসরকারি সংস্থা নাগরিককে চাহিবামাত্র তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য সংরক্ষন ও তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করছে। পূর্বে সরকারি তথ্য কেবল সরকারি কর্মকর্তা ও সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্রবেশগম্যতা ছিল। সাধারণ নাগরিক তথ্যের অভাবে অধিকার বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়নের পথটি সুপ্রশস্ত করছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে অবাধ তথ্য প্রবাহের অভাবই দুর্নীতি বিস্তারের বড় কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আইনের ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সরকারি সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং দুর্নীতি হ্রাস করবে। এর ফলে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাড়ির কাজ

তথ্য প্রদান পদ্ধতি ও তথ্য
প্রাপ্তির উপায়গুলোর
ধারাবাহিক তালিকা কর।



শাসন